গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নীতিমালা (সংশোধিত) ২০১৬

১. শিরোনামঃ

এ নীতিমালা 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নীতিমালা (সংশোধিত) ২০১৬' নামে অভিহিত হবে।

২. পরিধি ও আওতাঃ

২.১ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাক্রম (Curriculam) অনুসারে পরিচালিত দেশের/বিদেশের সকল প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত সকল ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২.২ ডিআরভুক্তির পর কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এবং ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত থাকলে পরবর্তী বছরে পুনরায় যথা নিয়মে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২.৩ পিতামাতার চাকুরী বা যৌক্তিক কারণে বিদেশে অবস্থানকালীন কোন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ প্রমানকের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হতে অব্যাহতি প্রদান এর লক্ষ্যে প্রত্যয়ন প্রদান করা হবে। নিজ দেশে ইংরেজি মাধ্যমের কোন পরীক্ষার্থী মাধ্যম পরিবর্তন করে বাংলা মাধ্যম/ইংরেজি ভার্সনে অধ্যয়নে আগ্রহ প্রকাশ করলে তাঁকে একইভাবে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যয়ন প্রদান করা হবে।

৩. পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ও সময়ঃ

৩.১ **নিম্নের ৬ (ছয়)টি বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবেঃ**

(১) বাংলা;
(২) ইংরেজি;
(৩) গণিত;
(৪) প্রাথমিক বিজ্ঞান;
(৫) বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়;
(৬) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ)।

৩.২ প্রতি বিষয়ে মোট নম্বর হবে ১০০ এবং পরীক্ষার সময় হবে ২.৩০ মিনিট। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ২০ মিনিট বেশী বরাদ্দ থাকবে।

৩.৩ প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৩.৪ প্রতিটি বিষয়ে পাশ নম্বর হবে ৩৩। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল নিম্নোক্ত গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হবে।

Letter Grade	Class Interval	Grade Point
A+	80-100	5
A	70-79	4
A-	60-69	3.5
B	50-59	3
C	40-49	2
D	33-39	1
F	00-32	0

৩.৫ কোন ক্রমেই পরীক্ষার নম্বর প্রকাশ ও প্রদান করা যাবেনা।

৪. **পরীক্ষা কেন্দ্রঃ**

প্রতিটি ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে একটি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। তবে, কোন ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন অত্যাবশ্যক হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে একাধিক কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। অনুরূপভাবে কোন ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনযোগ্য না হলে সেক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে স্থাপন করা যাবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও তদ্‌সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। কেন্দ্র নির্বাচনে পরীক্ষার্থী সংখ্যা, যাতায়াত ব্যবস্থা ও বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি বিবেচনায় রাখতে হবে। উপজেলা কমিটি কেন্দ্র নির্বাচন করে জেলা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকা প্রেরণ করবে। মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে তা সংশিষ্ট জেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের বাইরে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে পারবে।

৫. **প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটিসমূহঃ**

৫.১ **প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হবেঃ**

১	মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	**সভাপতি**
২	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	**সহ-সভাপতি**
৩	অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	**সদস্য**
৪	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	**সদস্য**
৫	মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	-	**সদস্য**
৬	অতিরিক্ত/যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	**সদস্য**
৭	মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)	-	**সদস্য**
৮	চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	-	**সদস্য**
৯	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব-এর নীচে নয়)	-	**সদস্য**
১০	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব-এর নীচে নয়)	-	**সদস্য**
১১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব-এর নীচে নয়)	-	**সদস্য**
১২	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপ-সচিব/পরিচালকের নীচে নয়)	-	**সদস্য**
১৩	পরিচালক (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	**সদস্য**
১৪	পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	**সদস্য**
১৫	উপ-পরিচালক/উপনিয়ন্ত্রক, বিজি প্রেস	-	**সদস্য**
১৬	উপ-সচিব/যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	**সদস্য-সচিব**

৫.২ **কার্যপরিধিঃ**

(১) পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ;

(২) পরীক্ষার ফি নির্ধারণ;

(৩) বৃত্তি নির্ধারণ ও নির্বাচন;

(৪) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান।

৫.৩ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটিঃ

সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নির্বাহী কমিটি নিম্নরূপ হবেঃ

১	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সভাপতি
২	মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)	-	সদস্য
৩	পরিচালক (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
৪	পরিচালক (পলিসি এন্ড অপারেশন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
৫	পরিচালক (অর্থ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
৬	পরিচালক (প্রশাসন), বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	-	সদস্য
৭	উপসচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	-	সদস্য
৮	উপসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	-	সদস্য
৯	উপসচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-১), অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	-	সদস্য
১০	সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
১১	উপ-পরিচালক (সংস্থাপন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
১২	উপ-পরিচালক (পাঠ্যক্রম ও গবেষণা), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
১৩	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/ খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ	-	সদস্য
১৪	সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য-সচিব

৫.৪ নির্বাহী কমিটির কর্মপরিধিঃ

(১) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ;

(২) পরীক্ষা পরিচালনার নির্দেশাবলি প্রণয়ন ও প্রেরণ;

(৩) পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

(৪) বৃত্তিপ্রাপ্তদের নির্বাচন ও বৃত্তির ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) সনদ প্রস্তুত ও বিতরণের ব্যবস্থা;

(৬) সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার সার্বিক তত্ত্বাবধান;

(৭) বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশনা প্রদান।

৫.৫ জেলা কমিটিঃ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি নিম্নরূপ হবেঃ

১	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
৩	সিভিল সার্জন	-	সদস্য
৪	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	-	সদস্য
৫	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা/সার্বিক)	-	সদস্য
৬	তিন পার্বত্য জেলার প্রতিনিধি (প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা)	-	সদস্য

৭	মেয়র, পৌরসভা	-	সদস্য
৮	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	-	সদস্য
৯	জেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
১০	সরকারি মাধ্যমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (২ জন)	-	সদস্য
১১	পিটিআই সুপরিনটেনডেন্ট (যে সকল জেলায় পিটিআই আছে)	-	সদস্য
১২	জেলা তথ্য অফিসার	-	সদস্য
১৩	জেলা কমান্ডেন্ট (আনসার ও ভিডিপি)	-	সদস্য
১৪	উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)	-	সদস্য
১৫	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য-সচিব

* রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ নিজ নিজ জেলা কমিটির উপদেষ্টা হবে।

জেলা কমিটির কর্মপরিধিঃ

(১) কেন্দ্রিয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলী অনুসারে পরীক্ষা পরিচালনা ও সমন্বয়;

(২) উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষা কেন্দ্র অনুমোদন;

(৩) সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য উপজেলা কমিটিকে নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;

(৪) পরীক্ষার সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র পরীক্ষাকরণ, ফলাফল প্রস্তুতকরণ ও ফলাফল প্রকাশে সমন্বয়;

(৬) পরিদর্শন টিম গঠন, পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রেরণ।

৫.৬ **উপজেলা কমিটিঃ**

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি নিম্নরূপ হবেঃ

১	জাতীয় সংসদ সদস্য	-	প্রধান উপদেষ্টা
২	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	-	উপদেষ্টা
৩	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
৪	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৫	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য
৬	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)	-	সদস্য
৭	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৮	ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার	-	সদস্য
৯	জ্যেষ্ঠ সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (১ জন)	-	সদস্য
১০	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	-	সদস্য
১১	একজন শিক্ষাবিদ (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১২	যে সব বিদ্যালয়ে কেন্দ্র স্থাপিত হবে সেসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	-	সদস্য
১৩	মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	-	সদস্য
১৪	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য সচিব

৫.৭ **মহানগর কমিটিঃ**

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনার জন্য মহানগর কমিটি নিম্নরূপ হবেঃ

১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা/সার্বিক)	-	সভাপতি
২	থানা শিক্ষা অফিসার (সকল)	-	সদস্য
৩	ইন্সট্রাক্টর, থানা রিসোর্স সেন্টার (সকল)	-	সদস্য
৪	জ্যেষ্ঠ সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (প্রতি থানা থেকে ১ জন)	-	সদস্য
৫	যে বিদ্যালয়ে সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হবে সে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	-	সদস্য
৬	পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য সচিব

৫.৮ **উপজেলা ও মহানগর কমিটির কর্মপরিধিঃ**

(১) ডিআর ফরমে বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ডিআর প্রণয়ন, যাচাই ও চূড়ান্তকরণ;

(২) পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন;

(৩) কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হল সুপারিনটেনডেন্ট ও সহকারী হল সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে উপজেলার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দিতে হবে;

(৪) আসন ব্যবস্থাপনা;

(৫) উত্তরপত্র প্রস্তুতকরণ ও পরীক্ষা কেন্দ্রে বিরতণ;

(৬) প্রবেশপত্র তৈরী ও বিতরণ;

(৭) ইনভিজিলেটর নিয়োগ;

(৮) প্রশ্নপত্র গ্রহণ, সংরক্ষণ ও পরীক্ষা কেন্দ্রে বিতরণ;

(৯) ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত উত্তরপত্র গ্রহণ;

(১০) উত্তরপত্র পরীক্ষক নিয়োগ;

(১১) উত্তরপত্র নিরীক্ষক নিয়োগ;

(১২) উত্তরপত্রের কোডিং, কাটিং ও ডিকোডিং;

(১৩) উত্তরপত্র মূল্যায়ণ/পরীক্ষণ;

(১৪) ফলাফল প্রস্তুতকরণ, চূড়ান্তকরণ ও প্রকাশ;

(১৫) বৃত্তি প্রদানের জন্য ফলাফল সিডি'র মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় প্রেরণ;

(১৬) সনদপত্র ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ;

(১৭) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সময় আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) ব্যয়িত অর্থের বিল ভাউচারসহ হিসাব বিবরণী প্রেরণ ও সংরক্ষণ;

(১৯) জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত পরীক্ষা পরিচালনার নির্দেশাবলী অনুসরণে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করা।

৬. **প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফিঃ**

ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য পরীক্ষার ফি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৭. **প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তির প্রকার ও কোটাঃ**

৭.১ **প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় দুই ধরণের বৃত্তি প্রদান করা হবেঃ**

(১) ট্যালেন্টপুল ও

(২) সাধারণ বৃত্তি।

৭.২ সব ধরনের বৃত্তির ৫০ শতাংশ ছাত্রদের এবং ৫০ শতাংশ ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। তবে, নির্ধারিত কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে ছাত্রের বৃত্তি ছাত্রী দ্বারা এবং ছাত্রীর বৃত্তি ছাত্র দ্বারা পূরণ করা হবে।

৮. **বৃত্তি প্রদানের নিয়মাবলিঃ**

৮.১ **ট্যালেন্টপুল বৃত্তিঃ**

থানা/উপজেলাওয়ারি ট্যালেন্টপুল বৃত্তি দেয়া হবে। প্রতিটি থানায়/উপজেলায় পূর্বনির্ধারিত সংখ্যক ট্যালেন্টপুল বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে থানা/উপজেলার সর্বোচ্চ নম্বরধারী ছাত্র ও ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। বিজোড় সংখ্যক ট্যালেন্টপুল বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র বা ছাত্রী বিবেচনা না করে অধিক নম্বর বিবেচনায় নির্বাচন করা হবে।

৮.২ **ট্যালেন্টপুল সম্পূরক বৃত্তিঃ**

কোন থানা/উপজেলায় ট্যালেন্টপুল কোটায় প্রার্থী পাওয়া না গেলে তা জেলা কোটা অর্থাৎ একই জেলার মেধার ক্রমানুসারে পরবর্তী যোগ্যপ্রার্থী দ্বারা পূরণ করা হবে এবং তা সম্পূরক তালিকায় প্রকাশিত হবে। ট্যালেন্টপুল সম্পূরক বৃত্তির জন্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ৮.৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা হবে।

৮.৩ **সাধারণ বৃত্তিঃ**

সাধারণ বৃত্তি প্রদানের ইউনিট হলো থানা/ উপজেলাসমূহের ইউনিয়ন এবং পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড অর্থাৎ পৌর ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ভিত্তিক সাধারণ বৃত্তি দেওয়া হবে। প্রতিটি পৌর ওয়ার্ড/ইউনিয়নে তিনজন ছাত্র ও তিনজন ছাত্রীকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হবে। কোন পৌর ওয়ার্ড/ইউনিয়নে যোগ্য ছাত্র না পাওয়া গেলে ঐ বৃত্তি ছাত্রী দ্বারা এবং যোগ্য ছাত্রী পাওয়া না গেলে ঐ বৃত্তি ছাত্র দ্বারা পূরণ করা হবে। এভাবে যদি কোন পৌর ওয়ার্ড/ইউনিয়নের বৃত্তি ঐ পৌর ওয়ার্ড/ইউনিয়নের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা পূরণ করা হয় তা হলে সেটিকে সাধারণ বৃত্তি হিসেবেই বিবেচনা করা হবে এবং এরূপ বৃত্তিপ্রাপ্ত ঐ সকল ছাত্র-ছাত্রীর নামসমূহ মূল তালিকায় প্রকাশিত হবে (সম্পূরক তালিকায় প্রকাশিত হবে না)। সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ৮.৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা হবে।

৮.৪ **সম্পূরক সাধারণ বৃত্তিঃ**

যদি কোন ইউনিয়নে/পৌর ওয়ার্ডে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া যায় তাহলে তা থানা/উপজেলা কোটায় পুঞ্জীভূত হবে ও থানা/উপজেলার যোগ্যপ্রার্থী দ্বারা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশি নম্বরপ্রাপ্ত প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা হবে এবং তা সম্পূরক তালিকায় আলাদাভাবে প্রকাশিত হবে। যদি ঐ থানা/উপজেলাতেও যোগ্যপ্রার্থী না পাওয়া যায় তবে ঐ বৃত্তি জেলার যোগ্যপ্রার্থী দ্বারা একই পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে এবং তা সম্পূরক তালিকায় প্রকাশিত হবে। সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ৮.৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

৮.৫ **সমন্বয়ের ক্ষেত্রেঃ**

একাধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বর একই হলে (১) বাংলা, (২) গণিত, (৩) ইংরেজি, (৪) প্রাথমিক বিজ্ঞান, (৫) বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং (৬) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ক্রমানুযায়ী বেশী নম্বরপ্রাপ্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থীর সকল বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর একই হয় এবং একজনকে নির্বাচন করতে হয় সেক্ষেত্রে বিষয়টিকে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এতদ ক্ষেত্রে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

৯. **উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষা:**

কোন অভিভাবক পরীক্ষার নম্বরপত্র প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/ মাদরাসা প্রধানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করলে উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষা করা যাবে,

তবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন/পুনঃমূল্যায়ন করা যাবে না। আবেদনের সঙ্গে পুনঃ নিরীক্ষার ফি-বাবদ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুকূলে প্রতি বিষয়ের জন্য নির্ধারিত অর্থের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (অফেরতযোগ্য) দিতে হবে। একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিন পর পুনঃনিরীক্ষার আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এবিষয়ে জিপিএ ৫ বা A+ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার সুযোগ থাকবে না।

১০. **সনদপত্রঃ**

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সনদপত্র ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে সনদপত্র অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

১১. **উত্তরপত্র ও ফলাফল সংরক্ষণঃ**

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরবর্তী তিন মাস উত্তরপত্রসমূহ যথাযথ গোপনীয়তার সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হবে। এরপর সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত উত্তরপত্রের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে।

১২. **অডিটঃ**

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব নির্বাহী কমিটির সভাপতি সরকারি/অভ্যন্তরীণ অডিট টিম দ্বারা অডিট করাবেন এবং অডিট টিম কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন যথারীতি সংরক্ষণ করবেন। অডিটে কোন ত্রুটি বা অনিয়ম চিহ্নিত হলে নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উত্থাপনপূর্বক এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। থানা/উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্র ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব অনুরূপভাবে অডিট করাতে হবে।

১৩. **গোপনীয়তাঃ**

পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কাজে, সকল স্তরে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ, বিতরণ, উত্তরপত্র প্রস্তুত, কোডিং-ডিকোডিং, উত্তরপত্র মূল্যায়ণ, ফলাফল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে কোনরূপ ব্যত্যয় গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৪. **কার্যকর ও রহিতকরণঃ**

এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে তা সারা দেশে কার্যকর হবে এবং এ নীতিমালা জারির পূর্বের এতদ্‌সংক্রান্ত সকল নীতিমালা/নির্দেশনা রহিত বলে গণ্য হবে।

(মোঃ হুমায়ুন খালিদ)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

২৯ চৈত্র ১৪২২

নং- ৩৮.০০৮.০৩৫.০০.০০.০১৩.২০১৫-২৬২ তারিখঃ----------

১২ এপ্রিল ২০১৬

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।

২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।

৩। মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহ।

৪। জেলা প্রশাসক (সকল), ...।

৫। উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ...।

৬। সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), ...।

৮। অফিস কপি।

১২/৪/১৬

(জাজরীন নাহার)
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যা-২)
ফোনঃ ৯৫৭৭২৫৫